আমার বন্ধু অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

জহর সরকার

এই সেদিন আমি একথা জানতে পেরে অবাক হয়ে গেলাম যে, অমরেন্দ্রবাবু আশি বছরের দিকে এগোচ্ছেন। অবিশ্বাস্য! আমি ওঁকে ১৯৮০ থেকে চিনি এবং কখনও কল্পনাও করিনি যে, তিনি আসলে আমার চেয়ে বয়সে এগারো বছরের বড়। তারপরও তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণোচ্ছল। আজ তিনি আলাস্কায়, তো পরদিনই মোঙ্গোলিয়ায়। এর জন্য প্রচুর প্রাণশক্তি দরকার, কারণ এই দূর দেশগুলিতে তো তিনি একজন সাধারণ পর্যটক হিসেবে যাচ্ছেন না, তিনি সেখানে ছবি তুলছেন, যথেষ্ট গবেষণা ও পরিশ্রম করছেন। এখন যখন তাঁর বয়স সম্পর্কে জানতে পারলাম, আরও আশ্চর্য বোধ হচ্ছে।

ওঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিনটির কথা মনে পড়ে। চল্লিশ বছর আগে আমি ছিলাম পশ্চিমবঙ্গের ডিরেক্টর অব এমপ্লয়মেন্ট— লোকে বলত 'বেকারির পাণ্ডা'। আমার অনেক কাজের মধ্যে একটা ছিল, সরকারি চাকরিতে লোক নেওয়ার উপক্রম হলেই, সেই সব চাকরির শূন্যপদগুলির বিষয়ে প্রচার করা। অমরেন্দ্রবাবু ছিলেন 'কর্মক্ষেত্র' পত্রিকার সম্পাদক, যে-সংবাদপত্রটি চাকরি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় প্রকাশ করত— শূন্যপদ থেকে শুরু করে নিয়োগের সম্ভাব্য সুযোগ এবং নিজেকে আরও বেশি করে চাকরি পাওয়ার উপযোগী করে তুলতে হলে কী ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। মনে পড়ে, আমার অনেক কর্তব্যকর্মের মধ্যে ছিল, বাংলার বিপুল বেকার জনসংখ্যা কী ভাবে নিজেদের উন্নতি ঘটিয়ে এবং সাধারণত্বের উপরে উঠে নিজেদের আরও ভালো চাকরি পাওয়ার উপযোগী করে তুলতে পারে, সেই সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা। এই পর্যায়েই আমি শ্রীচক্রবর্তীকে আরও ভালো করে জানার সুযোগ পেলাম। তিনি কেবল একটি বিপুল-পঠিত চাকরির খবর দেওয়া কাগজের পরিচালকই ছিলেন না, তিনি এই দুর্ভাগা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবাকে আত্মোন্নতির পথ দেখিয়েছেন। ঘটনাচক্রে 'কর্মক্ষেত্র' পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত পত্রিকাগুলির অন্যতম, যার বিক্রি অনেক প্রথম সারির পত্রিকার চেয়েও বেশি। ইন্টারনেটে এই রেটিং দেখে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ি। গত প্রায় অর্ধশতক ধরে তিনি এটির ধারাবাহিক বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে গিয়েছেন, এ প্রকৃতই কৃতিত্বের বিষয়।

তিনি আমার অফিসে আসতেন শুধু নয়, ম্যাডক্স স্কোয়্যারের কাছে তাঁর অফিস

ছিল সেই হাতেগোনা কয়েকটির অন্যতম, যেখানে আমি গিয়েছি। তারপরে আমি তাঁর বাড়িতেও গিয়েছি। নান্দনিক সুপরিকল্পনার ছাপ সেই বাড়িতে। কথায় কথায় আমি জানতে পারি তিনি একজন কবি ও লেখক। তাঁর অনেকগুলি প্রকাশিত বই রয়েছে। তাঁর কয়েকটি বই ভারতের বেশ কয়েকটি প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাদের মধ্যে 'শাদা ঘোড়া' অধিকাংশ ভারতীয় ভাষা ছাড়াও ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, জাপানি, জর্জিয়ান ও মোঙ্গোলীয় ভাষায় অনূদিত। তাঁর লেখার দক্ষতা সম্পর্কে জানলাম, তাঁর করা পেইন্টিংও দেখলাম। তিনি এই সুদীর্ঘ সময় অত্যন্ত সুচারু ভাবে তাঁর এই বহুমুখী দক্ষতার চর্চা চালিয়ে গিয়েছেন। অত্যন্ত সাবলীল তাঁর লেখা।

শেষ চল্লিশ বছরে নিজের রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং দিল্লিতেও অনেক বার আমাকে বদলি হতে হয়েছে। এই বিবিধ কর্মস্থলে আমি বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, তাঁরা কেউ জীবনপথে হারিয়ে গিয়েছেন অথবা আমিই তাঁদের খোঁজ রাখতে পারিনি। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে কখনও তা হয়নি। তিনি বরাবর যোগাযোগ রেখেছেন যা প্রকৃতই এক বিরাট গুণ। আমরা উভয়েই কোনও-না-কোনও ভাবে ঠিক সংযোগ রেখে গিয়েছি।

আরও আকর্ষণীয় ঘটনা তাঁর 'ভ্রমণ' পত্রিকা প্রকাশ। বাঙালি বেড়াতে ভালোবাসে। বাজারে পর্যটন সংক্রান্ত কিছু বইপত্র, ভ্রমণকাহিনি পাওয়া গেলেও 'ভ্রমণ'-এর মতো এত সহজ ভাষায় এবং প্রাণবন্ত বিষয়বস্তু নিয়ে কোনও মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় বলে আমার জানা নেই। আমি এমন অনেককে জানি যাঁরা 'ভ্রমণ'-এ আসক্ত। পরবর্তী কালে তিনি কার্যত একা হাতে তাঁর দেশভ্রমণের অডিও-ভিজ্যুয়াল বানাতে শুরু করলেন। খুবই বর্ণময়, দর্শকও যেন সেই পর্যটনে শামিল হয়ে যান, এতটাই জীবন্ত! পত্রিকার সঙ্গেই অনেক সময় তাঁর তৈরি সিডি-ডিভিডি দেওয়া হত। আমার মনে আছে, বই থেকে সেগুলিকে আলাদা করে অন্য বাক্সে রেখে দিতাম যাতে হারিয়ে না যায়। অনেক সময় অফিস-ট্যুরে সেই ডিভিডি সঙ্গে নিয়েছি ফ্লাইটে দেখব বলে। কিন্তু জীবন সবসময়ই বড় কঠিন, সত্যি বলতে কী এখনও সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি দেখা বাকি থেকে গেছে।

প্রসার ভারতীর সিইও ছিলাম যখন, ওঁর সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করা হল, যার ফলে উনি তাঁর ভ্রমণের ডিভিডিগুলি বিনামূল্যে কলকাতা দূরদর্শনকে দিলেন এবং ডিডি তার অনেকগুলি সম্প্রচার করে। দর্শকরা খুবই উপভোগ করেছিলেন এবং ডিডি-র রোজগারও হয়েছিল।

এর বাইরে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী একজন মনোরম ব্যক্তিত্ব। বিনয়ী এবং নিজেকে আড়ালে রাখা মানুষ, কিন্তু প্রবল প্রাণশক্তিসম্পন্ন, বন্ধুসুলভ এবং শোভন ভদ্রলোক। তিনি আসন্ন অনেক বছর ধরে একই ভাবে কাজ করে চলবেন নিশ্চয়।

লেখক পরিচিতি

ভারতের প্রাক্তন সংস্কৃতি সচিব ও প্রসার ভারতীর প্রাক্তন প্রধান কর্মকর্তা, সামাজিক ইতিহাস, রীতিনীতি ও লৌকিক ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।